জনকণ্ঠ

সংস্কৃতি সংবাদ

গণঅভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী ॥ ঢাবি চারুকলায় সেমিনার শিল্পকর্ম প্রদর্শনী

ঢাবির চারুকলায় 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান শোক ও বিজয়' শীর্ষক প্রদর্শনীতে অতিথিরা –জনকণ্ঠ

সংস্কৃতি প্রতিবেদক ॥ জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) চারুকলা অনুষদের ওসমান জামাল মিলনায়তনে 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান : শোক ও বিজয়' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার দুপুরে। চারুকলা অনুষদ আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে জয়নুল গ্যালারিতেও ৪ দিনব্যাপী এক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন এবং শিল্পকর্ম প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আজহারুল ইসলাম শেখের সভাপতিত্বে সেমিনারে শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান এবং প্রদর্শনীর কিউরেটর ড. শেখ মনির উদ্দিন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রাচ্যকলা বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. আব্দুস সাত্তার, গ্রাফিক

(১৫ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

ডিজাইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রেজা আসাদ আল হুদা অনুপম ও সহযোগী অধ্যাপক মো. ইসরাফিল রতন এবং শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সঞ্জয় কুমার দে আলোচনায় অংশ নেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ হচ্ছে শিক্ষা ও গবেষণা। শিক্ষা ও গবেষণা ছাড়াও দেশের সকল ক্রান্তিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে এসেছে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। দেশের উন্নয়ন এবং গণমানুষের প্রত্যাশা পূরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি শক্তিশালী সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনা ধারণ করে দেশ পুনর্গঠনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রদর্শনী চলবে আগামী ২৫ জুলাই পর্যন্ত এবং প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত প্রদর্শনী সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

The Country Today

Seminar, art exhibition at DU Faculty of Fine Arts on 1st anniv of July Uprising

DU Correspondent

As part of various programs organized to commemorate the first anniversary of the July Uprising, a seminar titled "July Uprising: Grief and Victory" was held on Tuesday at the Osman Jamal Auditorium of the Faculty of Fine Arts, Dhaka University.

Besides, a four-day art exhibition was inaugurated at the faculty's Zainul Gallery to mark the occasion. The Pro-Vice Chancellor (Academic) of Dhaka University, Prof Dr. Mamun Ahmed, Continued to page 2

Seminar, art exhibition

delivered a speech as the chief guest at the seminar and inaugurated the art exhibition. Presided over by the Dean of the Faculty of Fine Arts, Professor Dr. Md. Azharul Islam Sheikh, the seminar featured a keynote presentation by Dr. Sheikh Monir Uddin, Chairperson of the Department of Art History and curator of the exhibition. Honorary Professor Dr. Abdus Sattar from the Department of Oriental Art, Associate Professor Reza Asad Al Huda Anupam and Associate Professor Md. Israfil Prang from the Department of Graphic Design, and Assistant Professor Sanjay Kumar Dey from the Department of Art History participated in the discussion.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

মানবকণ্ঠ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য '২০২৫ আইসিএইচ ইউথ নেটওয়ার্ক' ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ বিষয়ক বিশেষ আলোচনা সভায় অতিথিরা —মানবকণ্ঠ

ঢাবিতে কালচারাল হেরিটেজ বিষয়ক আলোচনা সভা

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য '২০২৫ আইসিএইচ ইউথ নেটওয়ার্ক' ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ বিষয়ক বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত সোমবার সামাজিক বিজ্ঞান ভবনের মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী অডিটরিয়ামে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

নৃবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. রাফিউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান বিশেষ অতিথি এবং ইউনেস্কো আইসিএইচক্যাপ কো-অপারেশন অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং অফিসের পরিচালক চা বোইয়াং সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সাইফুর রশীদ। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই ছিল এ বিশেষ লেকচারের লক্ষ্য। নতুন প্রজন্মের কাছে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আরও দৃঢ়ভাবে পৌছে দিতে ইউনেস্কো। সিএইচক্যাপ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের যৌথ উদ্যোগে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। আলোচনায় বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজে অন্তর্ভুক্ত মূল ধারণাগুলোর মধ্যে রয়েছে সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, রীতিনীতি, পারফরম্যান্স, সামাজিক উৎসব, কারুশিল্প, পারিপার্শ্বিক জ্ঞান ও পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যবহৃত ঐতিহ্যসমূহ। এই ঐতিহ্যগুলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়ে সমাজের সংস্কৃতি ও সামাজিক সংহতি বজায় রাখে। তবে বিশ্বায়নের প্রভাবে অনেক ঐতিহ্য বিলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাই এগুলো সংরক্ষণে তরুণ প্রজন্মের সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ সময় বক্তারা বলেন, নৃবিজ্ঞান বিভাগে এই উদ্যোগ তরুণ প্রজন্মের জন্য একটি অনন্য প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে, যেখানে তারা সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সংরক্ষণের গুরুত্ব বুঝতে পারবে এবং বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হবে।

বর্তমানে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ৪৮টি দেশের ইউনেস্কোর ৩ সদস্যের একটি ব্যুরোর সদস্য হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিনিধিত্ব করছেন নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও '২০২৫ আইসিএইচ ইউথ নেটওয়ার্ক' আলোচনা সভার উদ্যোক্তা ড. সাইফুর রশিদ।

তিনি বলেন, ইতোমধ্যে বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এর শিক্ষা ও গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় নৃবিজ্ঞান বিভাগে একাধিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ভিজ্যুয়াল এনথ্রোপোলজি ল্যাব, ভিজ্যুয়াল এনথ্রোপোলজি ক্লাব ও আইসিএইচ ইয়ুথ ক্লাব। ইউনেস্কো-আইসিএইচক্যাপের (দক্ষিণ কোরিয়া) সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে ৩ বছর মেয়াদি একটি গবেষণা।

তিনি আরও বলেন, বিভাগ কর্তৃক আগামী বছর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়কে সঙ্গে নিয়ে কাজ করার পরিকল্পনাও রয়েছে বিভাগের। প্রত্যেক দুই বছর পর পর এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের আইসিএইচ ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ডে নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা আগ্রহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করছে। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ সামাজিক ঐক্য গড়ে তুলতে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, এক্ষেত্রে তরুণ প্রজন্মকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

দৈনিক বর্তমান

প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ প্যানেলে ঢাবি অধ্যাপক

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আহসান হাবীব প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে জাতিসংঘের ইন্ডিপেন্ডেন্ট সায়েন্টিফিক প্যানেল অন ইফেক্টস অফ নিউক্লিয়ার ওয়ার (আইএসপিইএনডব্লিউ) (Independent Scientific Panel on Effects of Nuclear War)-এর ২১-সদস্য বিশিষ্ট প্যানেলে বিশেষজ্ঞ পরিবেশ রসায়নবিদ হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। পারমাণবিক যুদ্ধ এবং পারমাণবিক দুর্ঘটনা পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং এর প্রতিক্রিয়ার বাস্তব চিত্র অনুধাবনে জাতিসংঘের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী নিউইয়র্ক ভিত্তিক এই গবেষণা প্যানেল কাজ করবে। পারমাণবিক যুদ্ধ ও নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট দুর্ঘটনায় পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের উপর সৃষ্ট সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব বিশ্লেষণ ও তার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা উদ্ভাবনে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ প্যানেলে ►► এরপর পৃষ্ঠা ২

প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে

প্রথম পাতার পর

বাংলাদেশী পরিবেশ রসায়নবিদ হিসেবে কাজ করবেন অধ্যাপক ড. মো. আহসান হাবীব।

অধ্যাপক ড. মো. আহসান হাবীব ২০০৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। রসায়ন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি শেষে তিনি জাপানের সাগা বিশ্ববিদ্যালয় (Saga University) থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়, ইয়োকোহামা বিশ্ববিদ্যালয়-সহ জাপানের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের চাইনিজ একাডেমি অব সায়েন্সেস-এ গবেষণা ফেলো হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়া, তিনি চীন এবং জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে অধ্যাপনা করছেন। তিনি ২০২৪ সাল থেকে জাতিসংঘের পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ আন্তর্জাতিক চুক্তির জন্য গঠিত প্যানেল, The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW-Network)-এর বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে কাজ করছেন। মৌলিক রসায়ন, পরিবেশ রসায়ন, ভূ-রসায়ন, জীবমণ্ডলের উপর ভারী ধাতুসমূহের প্রভাব, দূষিতকরণ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি গবেষণা করেন। তাঁর ৮১টি গবেষণা প্রবন্ধ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

The New Age

DU professor named first Bangladeshi on UN ISPESW

Staff Correspondent

PROFESSOR Md Ahsan Habib of chemistry department at Dhaka University has been appointed as an expert environmental chemist to the 21-member Independent Scientific Panel on Effects of Nuclear War of the United Nations.

He achieved the distinction as the first Bangladeshi, said a DU press release on Tuesday.

The New York-based research panel will operate under the guidance of the United Nations to assess and understand the real-world implications of nuclear war and post-nuclear accident scenarios.

Professor Ahsan Habib served as a research fellow at several Japanese universities, including the University of Tokyo and Yokohama University, as well as the Chinese Academy of Sciences in China.

The Country Today

DU Prof Ahsan Habib first Bangladeshi in UN Expert Panel

DU Correspondent

Professor Dr. Md. Ahsan Habib from the Department of Chemistry at Dhaka University has become the first Bangladeshi to be nominated as an environmental chemistry expert in the 21-member Independent Scientific Panel on Effects of Nuclear War (ISPEW) of the United Nations.

This New York-based research panel will work in accordance with UN guidelines to address the aftermath of nuclear wars and accidents, analyzing their real-world impacts. Professor Dr. Md. Ahsan Habib will contribute as a Bangladeshi environmental chemist to assess the potential adverse effects of nuclear wars and nuclear power plant accidents on the environment and biodiversity, as well as to develop remedial measures. Continued to page 2

DU Prof Ahsan Habib

Professor Dr. Md. Ahsan Habib joined the Department of Chemistry at Dhaka University as an Assistant Professor in 2005. After completing his undergraduate and postgraduate degrees from the same department, he earned his Ph.D. from Saga University in Japan. He has served as a research fellow at several Japanese universities, including the University of Tokyo and Yokohama University, as well as the Chinese Academy of Sciences. Additionally, he has been teaching as a visiting professor at various universities in China and Japan. Since 2024, he has been an expert member of the panel for the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW-Network).

বণিক বার্তা

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পোস্টার প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ঢাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পোস্টার প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) দল 'টিম নেক্সাস' চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এতে প্রথম ও দ্বিতীয় রানার্স-আপ হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দল 'টিম ইনসাইট' ও 'টিম কন্ট্রোল'। সোমবার ঢাবি অ্যাকাউন্টিং বিভাগ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে 'ইন্টার-ইউনিভার্সিটি আইএফআরএস পোস্টার প্রেজেন্টেশন' শীর্ষক এ প্রতিযোগিতা আয়োজন করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন। আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদন মান (আইএফআরএস) সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং এ বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়।

ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ-আইসিএবির পৃষ্ঠপোষকতায় এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে কো-স্পন্সর হিসেবে ছিল বাংলাদেশ ফাইন্যান্স পিএলসি, আমান বাংলাদেশ লিমিটেড, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি। মিডিয়া পার্টনার ছিল *বণিক বার্তা*।

অ্যাকাউন্টিং বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মাকছুদুর রহমান সরকারের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আইসিএবির সভাপতি এনকে এ মবিন, বাংলাদেশ ফাইন্যান্স পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মো. কায়সার হামিদ এবং আইসিএবির কাউন্সিল মেম্বার মো. শফিকুল আলম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন। অ্যাকাউন্টিং বিভাগের অধ্যাপক আমিরুস সালাত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।